খবরের সাত সতেরো

বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে ভিডিও বার্তায় দাবি

বাতিল হওয়া শিক্ষকদের তালিকায় তাঁর কোনও আত্মীয় নেই : তৃণমূল বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২৭ ডিসেম্বর— শিক্ষক বাতিলের তালিকায় মুর্শিদাবাদের লালগোলা কেন্দ্রের বিধায়ক মহম্মদ আলির আত্মীয়রা রয়েছে বলে কয়েকদিন ধরেই বিরোধীরা অভিযোগ করেছিলেন। মঙ্গলবার এক ভিডিও বার্তায় সেই অভিযোগ অস্বীকার করলেন মহম্মদ আলি। সেই সঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, লালগোলা সহ রাজ্যবাপী বাতিল হওয়া ৯৫২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকারা কীভাবে কার মাধ্যমে চাকরি জোগাড় করেছিল, সব তথ্য বেরিয়ে আসবে। সেই ভিডিও বার্তায় লালগোলার বিধায়ক বলেছেন, 'গত কয়েকদিন আগে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে ৯৫২ জনের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, যাদের চাকরি বাতিল করা হচ্ছে। এই তালিকার দু'টি নাম রয়েছে আমার লালগোলা বিধানসভা ক্ষেত্রে। আরও অনেক আছে। কিন্তু দু'টি নামকে কেন্দ্র করে লালগোলা ব্লক কংগ্রেস এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সমাজ মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে আমার বিরুদ্ধে কুৎসা এবং অপপ্রচার করা হচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে প্রকৃত সত্য মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য আমার আজকে এই উপস্থাপনা। আমার তিন ভাই রয়েছে। কোনও বোন নেই। তিন ভাইয়ের মধ্যে একজন বিদেশে দুবাইয়ে থাকে তাঁর পরিবার নিয়ে। একজন মহারাষ্ট্রের মুম্বইতে থাকে তাঁর পরিবার নিয়ে। আর আরেকজন লালবাগে আমার সঙ্গে থাকে। অর্থাৎ আমার বা আমার কোনও সহোদর ভাইয়ের পরিবার লালগোলায় থাকে না। আমার তিনজন ভাইঝি এবং তিনজন ভাইপো। তাঁরা প্রত্যেকে ছাত্র বা ছাত্রী। কেউ ডাক্তারি পড়ছে। কেউ আইন নিয়ে পড়ছে। কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। বাকিরা স্কুলে। কেউ কোনওদিন চাকরির জন্য আবেদন করেনি। কেউ চাকরিও করে না। ফলে তাদের চাকরি বাতিলের প্রশ্নও ওঠে না।'

তিনি আরও বলেন, 'মহামান্য উচ্চ আদালতের নজরদারিতে যে তদন্ত চলছে, আমার সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে তাঁর উপরে। সুতরাং বিশ্বাস রাখি, তদন্তে সঠিক তথ্য আগামী দিনে উদঘাটিত হবে। সেই প্রেক্ষিতে শুধু লালগোলার কয়েকজন নয়, গোটা রাজ্যব্যাপী যে ৯৫২ জন আছে, এই সমস্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে পুরো তথ্য বেরিয়ে আসবে। কে বা কার মাধ্যমে কীভাবে কোথায় সে চাকরি জোগাড় করেছিল, কে তাঁদের চাকরি পাইয়ে দিয়েছিল, কিসের বিনিময়ে হয়েছিল, সব তথ্য প্রকাশ পাবে।'

এসওজি এবং আশিঘর ফাঁড়ির যৌথ অভিযানে মাদক উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর— মাদক বিরোধী অভিযানে আবারও সাফল্য পেলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। প্রায় ৭০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হলো। তার সঙ্গে দুই যুবককে গ্রেফতার করল এস ও জি ও আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। সোমবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন আশিঘর ফাঁড়ির অন্তর্গত উত্তর একটিয়াশালে অভিযান চালায় এসওজি এবং আশিঘর ফাড়ির পুলিশ। দুই যুবককে আটক করারন তল্লাশি চালানো হয়। আর তাতেই উদ্ধার হয় ৬৮০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃতদের একজন দীপক সাহানী, তার বাড়ি ডোলখোলা। অপর জনের নাম রঞ্জিত রায়, তার বাড়ি রায়গঞ্জে।

সম্পদের অনলাইন ই-নিলাম বিক্রয়

kotak Kotak Mahindra Bank

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজি. অফিস : ২৭ বিকেসি, সি২৭, জি-ব্লক, বান্দ্রাকুল্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূ.) মুম্বই, মহারাষ্ট্র, পিনকোড - ৪০০ ০৫১,
শাখা অফিস : ২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ব্লক-বি এবং সি, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০১৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৫) এবং রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ই-নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে নির্ধারিত ঋণদাতা কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি. (কেএমবিএল)-এর অনুমোদিত অফিসার ২০.০৯.২০২২ তারিখে স্বত্ব দখল করেছেন, সংশ্লিষ্ট বাজাজ হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (বিএইচএফএল)-এর অনুকূলে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এবং "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যা আছে" এবং "যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ৩০.০১.২০২৩ তারিখে বেলা **১২টা থেকে বেলা ১টার মধ্যে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ** শর্তে ৩১,৩০,০৮৯ টাকা (একত্রিশ লাখ তিরিশ হাজার ঊননব্বই টাকা) টাকা ২৩.১২.২০২২ অনুযায়ী এবং পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ ২৪.১২.২০২৩ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত **ঋণ অ্যাকাউন্ট নং 410ZLT92537459** অনুযায়ী, বকেয়া পরিমাণ কেএমবিএল নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট মেসার্স শ্রী বালাজি ট্রেডিং স্বত্বাধিকারী মনোজ কুমার আগরওয়াল, মনোজ কুমার আগরওয়াল, অঞ্জু আগরওয়াল এবং ওম প্রকাশ আগরওয়াল কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির জন্য সংরক্ষিত মূল্য : ১৪,৭৫,০০০ (চোদ্দ লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা) টাকা বায়না জমা : ১,৪৭,৫০০ টাকা (এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশ টাকা) টাকা এবং ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ ডাক দাখিলের শেষ তারিখ : ২৭.০১.২০২৩ সন্ধ্যা ৬টা (আইএসটি) পর্যন্ত।

সম্পত্তির বিবরণ : প্রেমিসেস নং ১৪৭এ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, থানা : গিরিশ পার্ক, কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৫ অধীন, কলকাতা - ৭০০০০৭ ঠিকানায় ১ম তলে ২৫০ বর্গফুট কম বেশি মাপের শপ নং ৬ সমুদয় সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে - প্রেমিসেস নং ১১, ১২ এবং ১৩ রাম চন্দ্র চ্যাটার্জি লেন-এর অংশ, পূর্বে : ১৪, রাম চন্দ্র চ্যাটার্জি লেন-এর অংশ, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ১৪৯এ, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট সমন্বিত।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা ৮ সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন। সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে যে কোনও কারণে নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনে ব্যর্থ হলে নির্ধারিত জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে জামিনদত্ত সম্পত্তি বিক্রির দ্বারা বকেয়া আদায় করতে পারেন। বিক্রয় ডাক প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত/আবশ্যক তথ্যাদি জানতে **শ্রী অক্ষিত সোলাঙ্কি (+৯১ ৭৩০২১১১৬০৮), শ্রী গোবিন্দ পোদ্দার (+৯১ ৯০৭৩৬৯৭৭২৯) শ্রী রাহুল তিওয়ারি (+৯১ ৭০০৩৮৪৪১১২) এবং শ্রী রাজেন্দর দহিয়া (+৯১ ৮৪৪৮২৬৪৫১৫)** সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** লিঙ্কে এবং কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক'এর ওয়েবসাইট **www.kotak.com** এবং/বা **https://bankauctions.in** দেখুন।

স্থান : কলকাতা, তারিখ : ২৮.১২.২০২২ **অনুমোদিত অফিসার, কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

আবাস যোজনায় দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে লালগোলায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২৭ ডিসেম্বর— আবাস যোজনায় স্বজনপোষণ, দুর্নীতি বন্ধ করে নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত গরিব মানুষের তালিকা তৈরি করে ঘরের টাকা প্রদান, পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী গ্রামসংসদ ও গ্রামসভা করা, একশো দিনের কাজের প্রকল্পে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধান, গ্রামপঞ্চায়েত সদস্যদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা, বার্ধক্যও বিধবা ভাতা নিয়ে স্বজনপোষণ বন্ধ করে প্রকৃত গরিব মানুষকে ভাতা প্রদান সহ দশ দফা দাবিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের লালগোলা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি করল কংগ্রেস। লালগোলা ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়াজিত এই কর্মসূচিতে শামিল ছিলেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি যদুরাম ঘোষ, সহসভাপতি মুস্তফিজুর রহমান, লালবাগ মহকুমা সভাপতি মর্তুজা হোসেন বকুল, মহকুমা সাধারণ সম্পাদক হারুণ অল রশিদ, ব্লক মহিলা সভানেত্রী দীপশিখা হালদার, ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি রবিউল ইসলাম পলাশ, সংখ্যালঘু সেলের জেলা সহসভাপতি মজিবুর রহমান, ব্লক সভাপতি কামরুজ্জামান সেলিম, ব্লক এসসি-এসটি সেলের সভাপতি সুখেন্দ্রনাথ সিংহ, ব্লকের ইনটাক সভাপতি রফিকুল আলম প্রমুখ। কর্মসূচিতে শতাধিক কর্মী-সমর্থক শামিল হয়েছিলেন। মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিল করে বিডিও অফিসে আসার পরে সেখানে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভ সভায় নেতৃবর্গ বক্তব্য রাখেন। তারপর প্রতিনিধি দল গিয়ে বিডিওর কাছে ডেপুটেশন জমা দেয়। দাবি পূরণ না হলে আগামীতে ব্লকের সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এসে বিডিও অফিস ঘেরাও করে বৃহত্তম আন্দোলন সংগঠিত হবে বলে জানান কংগ্রেস নেতৃত্ব।

রামনগরে নন্দিনী মেলায় শিল্পী দোলা ব্যানার্জিকে বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করলেন মন্ত্রী অখিল গিরি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পাঁশকুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান নন্দ মিশ্র সহ অন্যান্য ব্যক্তিত্ব।

জমির জবরদখল করে সরকারি রাস্তা, বিডিওকে কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি— সাম্প্রতিক সময়কালে ব্লক প্রশাসনের কোন আধিকারিককে এত বিপুল আর্থিক ক্ষতিপূরণ নির্দেশ জারি হয়েছে কিনা, তা মনে করতে পারছেন না অনেকেই। বেআইনিভাবে জমি দখল করে রাস্তা তৈরির অভিযোগ তুলেছিলেন জঙ্গলমহলের পশ্চিম মেদিনীপুরের এক পরিবার। এই পরিবারের অভিযোগ, 'গত ২০২০ সালে কোনও বিজ্ঞপ্তি বা অনুমতি ছাড়াই তাদের ৪৬ শতক জমি জবরদখল করে পাকা রাস্তা হয়েছে। করোনা পর্বে যখন গোটা দেশ গৃহবন্দি তখন এই কাজ করেছে স্থানীয় পঞ্চায়েত। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে কোন প্রতিকার না মেলায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন ওই পরিবার। এই মামলা কালকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চে যায় এবং মামলাকারীর পক্ষে রায় যায়। এর পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতিপূরণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও এই নির্দেশ কার্যকর হয়নি বলে আদালত অবমাননার মামলা করেন অভিযোগকারী। আদালত সূত্রে প্রকাশ, গত ২০২০ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর-১ ব্লকের নন্দনপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রবিদাসপুর নদীবাঁধ থেকে তিওরবেড়িয়া হাইস্কুল পর্যন্ত একটি পাকা রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। একশো দিনের প্রকল্পের আওতায় রাতারাতি এই কাজ করা হয়। ওই এলাকার বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী কার্তিকচন্দ্র কাপাসের অভিযোগ, 'তাঁকে না জানিয়েই তাঁর ৪৬ শতক জমি জবরদখল করে পুলিশি পাহারায় রাতের বেলা হ্যাজাক জ্বালিয়ে রাস্তা তৈরি করে থাকে'। অভিযোগ, স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এরফলে কার্তিকবাবু সোজা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে এই মামলা শুনানি হয়েছিল। সেই শুনানিতে নন্দনপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কল্যাণী দলুই ও স্থানীয় বিডিওকে আদালতে তলব করেন বিচারপতি। কিন্তু বার তিন তলবের পরেও হাজিরা না দেওয়ায় সিঙ্গল বেঞ্চ রায় দিয়েছিল, 'বেআইনিভাবে জবরদখল করার জন্য বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে জমির দাম ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হবে পঞ্চায়েত প্রধানকে'। অভিযোগকারীর কথায়, বাজার মূল্য হিসেবে ক্ষতিপূরণ প্রায় কোটি টাকা ছাড়ায়। তবে সেই টাকা দিতে রাজি ছিলেন না কল্যাণী দলুই। তিনি সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় আবেদনকারীর আবেদন খারিজ করে দিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রাখে। এরপরই কল্যাণী দলুই হাইকোর্টে একটি রিভিউ পিটিশন দাখিল করেন। তাঁর আবেদন ছিল, রাস্তাটি নন্দনপুর- গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে হলেও এই রাস্তা তৈরির বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছিলেন বিডিও। সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রধান কেন ক্ষতিপূরণ দেবেন? সেই রিভিউ পিটিশনের শুনানি শেষে গত সেপ্টেম্বর আদালত জানিয়ে দেয়, 'অপরাধ হয়েছে। তাই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আগামী দু'মাসের মধ্যে বিডিওকে মেটাতে হবে ক্ষতিপূরণের টাকা'। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর কেটে গেলেও এখনও মেলেনি ক্ষতিপূরণের টাকা। তাই ফের আদালতের দ্বারস্থ হলেন কার্তিক চন্দ্র কাপাস। তাঁর আইনজীবী মৃণালকান্তি ঘোষ, আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেন কলকাতা হাইকোর্টে। আগামী জানুয়ারি মাসে এই মামলার শুনানি রয়েছে।

উত্তর দমদমের চেয়ারম্যান পরিচয় দিয়ে হাওড়ার প্রোমোটারদের প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিনিধি— নিজেকে উত্তর দমদম পুরসভার চেয়ারম্যান বিধান বিশ্বাস হিসেবে পরিচয় দিয়ে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা হাওড়ার চার প্রমোটারের কাছ থেকে নেওয়ার অভিযোগ। হাওড়ার ওই চার প্রোমোটার বিমানবন্দর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। প্রতারিতদের মধ্যে একজন মধ্য হাওড়ার বাসিন্দা অরুণাভ কর। তিনি জানিয়েছেন, ফোনে নিজেকে বিধান বিশ্বাস পরিচয় দিয়ে আলাপ জমিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। তারপর জানান, পুরসভা এলাকায় পাঁচ বিঘা জমিতে পিপিপি মডেলে একটি প্রকল্প গড়ে উঠছে। সেখানেই কাজ দেওয়ার নাম করে সিকিউরিটি মানি চান ভুয়ো চেয়ারম্যান।

সেই টাকা যেভাবে নেওয়া হয় সেটাও প্রায় সিনেমার কায়দায়। হাওড়ার ওই চার প্রোমোটারকে ফোনে বলা হয় উত্তর দমদম পুরসভার কলাবাগান হাসপাতাল এলাকায় নগদ নিয়ে যেতে। সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ হাওড়া থেকে চার জন সেখানে পৌঁছন। তারপর এক যুবক এসে বলে, 'আমাকে মামা পাঠিয়েছে। টাকাটা আমার হাতে দিন। আপনারা অপেক্ষা করুন। রসিদ নিয়ে আসছি।' এরপর না দেখা মিলেছে মামা-ভাগ্নের, না দেখা মিলেছে রসিদের। বিষয়টি বুঝতে পেরে উত্তর দমদম পুরসভার আসলে যিনি চেয়ারম্যান সেই বিধান বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করেন অরুণাভ ও আরও তিনজন প্রোমোটার।

পঞ্জাব এণ্ড সিংধ বৈংক
PUNJAB & SIND BANK
भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking

কালাকার স্ট্রিট শাখা (সি০৫৩৭)
২৫এ, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৭
ফোন : ০৩৩-২২৬৮২৩৬৩/২২৬৮১৭৪৮,
ই-মেল : c0537@psb.co.in

(রুল ৮[১]) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, জি.টি. রোড, শাখা কালাকার স্ট্রিট** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য নিম্নোক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত তারিখ মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে প্রদত্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের কোনরূপ লেনদেন না করতে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, শাখা - কালাকার স্ট্রিট** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১. ঋণ বকেয়া পরিমাণ ২. দাবি নোটিশের তারিখ ৩. দখলের তারিখ
১.	**মেসার্স বসাক জুয়েলারি, স্বত্বা. শ্রী ভোলানাথ বসাক এবং শ্রী ভোলানাথ বসাক** পিতা শ্রী হরিপদ বসাক এবং **শ্রীমতি মাধুরি বসাক** স্বামী হরিপদ বসাক	হোল্ডিং নং ৩১/১, দাগ নং ১৭২১, খতিয়ান নং ৭৩৪, এস.এল. নং ১৩৭০/১ - সি.আর. রোড, মৌজা - নাটাগড়, জে.এল. নং ১৫, দাগ নং ১৭২১, আরএস খতিয়ান নং ৭৩৪, থানা - খড়দহ, পানিহাটি পুরসভা অধীন হোল্ডিং নং ৪০, ওয়ার্ড নং ৩৩, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১০ ঠিকানায় ১ কাঠা ৬ ছটাক ২০ বর্গফুট জমি এবং তদস্থিত দ্বিতল ভবনের ১১০০ বর্গফুট পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট জমির অবিভক্ত অংশের যথাযত ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের স্থান এবং অন্যান্য সুবিধাদি সমন্বিত উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং I-৬২৫০-১৯৯৭ সালের অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তি সম পরিমাণ জামিনদত্ত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী দীপক দাস-এর বাড়ি, দক্ষিণে : ০৮ ফুট চওড়া সাধারণের যাতায়াতের পথ, পূর্বে : শ্রী সুবল রায়-এর বাড়ি, পশ্চিমে : শ্রী গোপাল সরদার-এর বাড়ি সমন্বিত।	১. ৫,৩২,৯০০.০০ **টাকা (পাঁচ লাখ বত্রিশ হাজার নয় শত টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ** ২. ২৬.০৯.২০২২ ৩. ২৩.১২.২০২২
২.	**শ্রী অক্ষয় কুমার সিং,** পিতা প্রয়াত কেদার সিং	প্রেমিসেস ৪০৬/১, জি.টি. রোড (দক্ষিণ), থানা - শিবপুর, জেলা - হাওড়া, ৭১১১০৩ জেলা সাব-রেজিস্টার এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্টার হাওড়া অধিক্ষেত্র অধীন, ওয়ার্ড নং ৪০ ঠিকানায় 'বালাজি' অ্যাপার্টমেন্টের ৩য় তলে ১০৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মাপের ফ্ল্যাট নং ১ এবং সংশ্লিষ্ট অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং/বা জমির সকলের ব্যবহারের ক্ষেত্র সুবিধাদি এবং অন্যান্য সুযোগের ব্যবহারের অধিকার সহ উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ০৯৩৩৪ তারিখ ১৭.০৯.২০০৯ অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তি সম পরিমাণ জামিনদত্ত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : জি টি রোড, দক্ষিণে : ৪০৪, জি.টি. রোড, পূর্বে : ৪০৭, জি.টি. রোড, পশ্চিমে : ৪০৫, জি.টি. রোড সমন্বিত।	১. ৩৫,৬০,৭১১.০০ **টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ ষাট হাজার সাত শত এগারো টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ** ২. ২২.০৯.২০২২ ৩. ২৩.১২.২০২২

তারিখ : ২৮.১২.২০২২ স্থান : কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক**

বিস্তারিতর জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন : www.punjabandsindbank.co.in

এখনও আর্থিক সংকটে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি— তীব্র অর্থ সংকটের কথা মাথায় রেখেই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা প্রাক্তনীদের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। গত শনিবারই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের উপস্থিতিতে স্বাগত ভাষণ দিতে গিয়েও এই আর্থিক সংকটের বিষয়ে বলেন উপাচার্য। আর এই পরিস্থিতিতেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বছরে প্রায় ১০ কোটি টাকা বিল মেটাতে হচ্ছে কোন যুক্তিসংগত কারণে এই নিয়ে প্রশ্ন ওঠাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত একটি কমিটি। খরচ কমানো এবং আয়ের উৎস সন্ধানে উপাচার্যের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিষদ ওই কমিটি গঠন করে। মাস কয়েক আগে উপাচার্য প্রাক্তনীদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন টাকার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গবেষণার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। সেই সময় কমিটি খরচার হিসেব নিয়ে খোঁজ খবর করতে গিয়ে জানতে পারে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বছরে ১০ কোটি টাকা মেটাতে হয় বিদ্যুতের বিল বাবদ। এরপর কমিটির সদস্যরা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেন। তখন দেখা যায় বিদ্যুতের বিল বাবদ ৬ কোটি টাকার বেশি খরচ হবার কথা নয়। তখনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে তাহলে বাড়তি চার কোটি টাকা কেন মেটাতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, বিভিন্ন বিভাগে ঘন্টার পর ঘন্টা এয়ারকন্ডিশন মেশিন চলে।

পিস্তল ও কার্তুজ সহ ধৃত দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর— শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করলো পিস্তল এবং তাজা কার্তুজ। ফুলবাড়ির ক্যানেল রোডে ওই অভিযান হয়। পিস্তলটি ৭.৬৫ মি.মি. এবং তিনটি কার্তুজ ছিলো। দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাম রাজকুমার সাহানী, বাড়ি এনজেপির রাজাহোলিতে এবং জলন্ধর সাহানী, বাড়ি শিলিগুড়ি শ্মশানঘাট লাগোয়া কুলিপাড়াতে। দুনজনকেই মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

কলকাতায় বাম ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন কয়েকশো কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি— সারাভারত ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর প্রাক্তন বাম বিধায়ক আলি ইমরান রামজ ওরফে ভিক্টর যোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেসে। এবার সেই ভিক্টরই ফরওয়ার্ড ব্লকের কলকাতার সংগঠনে বড় ভাঙন ধরালেন।

মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সভাপতি অধীর চৌধুরীর উপস্থিতিতে কয়েকশো ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী যোগ দিলেন কংগ্রেসে। ছিলেন ভিক্টর ও তাঁর কাকা হাফিজ আলম সইরানিও।

অধীর চৌধুরী জানিয়েছেন, কলকাতা জেলার ফরওয়ার্ড ব্লকের ১১টি লোকাল কমিটির নেতৃত্ব এদিন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্যও। তা ছাড়া বড়বাজার এলাকার একটি বড় ট্রেড ইউনিয়ন ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রমিক সংগঠন টিইউসিসির নিয়ন্ত্রণে। এদিন তাঁরাও আইএনটিইউসিতে যোগ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, নরেন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য ফরওয়ার্ড ব্লকে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন উত্তর দিনাজপুরের নেতা ভিক্টর। দলের পতাকার রঙ বদল নিয়েও ভিন্ন অবস্থান নিয়েছিলেন তিনি। পরিস্থিতি এমন জায়গায় যায় যে ভিক্টরকে বহিষ্কার করে হেমন্ত বসু ভবন।

জলের ট্যাঙ্ক ঢালাইয়ের সময় হুড়মুড় করে ভাঙল কাঠামো, আহত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি— ট্যাঙ্ক ঢালাইয়ের সময় লোহার কাঠামোর একাংশ ভেঙে পড়ে জখম হলেন কয়েক জন শ্রমিক। মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘটেছে হাওড়ার জগাছা থানার আরুপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার আরুপাড়া এলাকায় কাজ চলছিল কেএমডিএ-এর একটি প্রকল্পের। ঢালাই করা হচ্ছিল একটি ট্যাঙ্ক। সেই সময় ঢালাইয়ের জন্য লোহার যে কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল ভেঙে পড়ে তার একাংশ। এর জেরে গুরুতর জখম হন কয়েক জন শ্রমিক। লোহার খাঁচা ভেঙে পড়ার আওয়াজ পেয়ে ছুটে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পৌঁছয় পুলিশও। ৫ জন শ্রমিককে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের হাওড়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। কেএমডিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় ১৪-১৫ জন শ্রমিক ছিলেন ওই জায়গায়। তার মধ্যে জখম হন ৫ জন শ্রমিক। এঁদের মধ্যে দু'জন ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে। ওই ট্যাঙ্ক তৈরির জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বেসরকারি সংস্থাকে। কেএমডিএ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে ওই জায়গায় আর কেউ আটকে নেই। তবে কী ভাবে এমন দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

টেন্ডার

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
NIT No. 1563 / PWD (BMC)
Date: 27-12-2022

e-Tender has been invited for Construction of Cover Drain and road at different location in Ward No. 20 to 41 under BMC (Paray Samadhan Scheme).

For details, please follow (i) (Tender Id 2022_MAD_438384_1 and 34) in **www.wbtenders.gov.in** Office Notice Board. Last date of bid submission: **04-01-2023** up to **3-00 p.m.**

Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

UNIVERSITY OF CALCUTTA

University of Calcutta invites the tender for event management against (E-Tender / Eng / CQ-392 / 22-23; Tender ID: 2022_CU_438507_1, E-tender / Eng / EQ-393 / 22-23; Tender ID: 2022_CU_438442_1, E-tender / Eng / CQ-394 / 22-23; Tender ID: 2022_CU_438460_1 & E-tender / Eng / CT-395 / 22-23; Tender ID: 2022_CU_438477_1; dt. 27-12-2022). For details pl. visit: **https://www.caluniv.ac.in / tender / tender_news.html**

PUNJAB & SIND BANK
(ভারত সরকার অধিগৃহীত)

শাখা অফিস বিরাটি, মহাজাতি নগর, বিরাটি, ২৯, এম. বি. রোড, কলকাতা - ৭০০০৫১
ফোন : ০৩৩-২৫১৪ ৬৪৭৭ ই-মেল : k0846@psb.co.in

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, বিরাটি শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১০.১১.২০২১ তারিখে ঋণগ্রহীতা **(১) মেসার্স গ্লোবাল হাইটেক মোটরস, স্বত্বা. শ্রী প্রবীন সরকার, (২) শ্রী প্রবীন সরকার,** পিতা শ্রী রাম কৃষ্ণ সরকার, স্বত্বাধিকারী মেসার্স গ্লোবাল হাইটেক মোটরস **(৩) শ্রী রবীন্দ্র সরকার,** পিতা শ্রী রাম কৃষ্ণ সরকার (জামিনদাতা) **(৪) শ্রীমতি মঞ্জু সরকার (জামিনদাতা),** স্বামী শ্রী রাম কৃষ্ণ সরকার কে নোটিশে উল্লিখিত **১৯,৯৯,০৪১.৩০ টাকা (উনিশ লাখ নিরানব্বই হাজার একচল্লিশ টাকা এবং ত্রিশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে **২২ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে** প্রদত্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে, কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের** নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৯,৯৯,০৪১.৩০ (উনিশ লাখ নিরানব্বই হাজার একচল্লিশ টাকা এবং ত্রিশ পয়সা) টাকা** এবং সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ত্রমৌজা - সুলতানপুর, খতিয়ান নং - ১২৭৪ এবং ১২৭৫, দাগ নং - ৪৫৭ এবং ৪৫৮, বর্তমান ওয়ার্ড নং ৭ দমদম পুরসভা অধীন, থানা - দমদম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৬, নব মহাজাতি রোড, কলকাতা - ৭০০০২৮ ঠিকানায় শ্রী প্রবীন সরকার এবং শ্রী রবীন্দ্র সরকার নামে ১ কাঠা ৮ ছটাক জমিস্থিত ভবনের ১৫৪০ বর্গফুট দুটি তলে অবস্থিত সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণের যাতায়াতের পথ, দক্ষিণে : কৃষ্ণ সেন-এর জমি এবং বাড়ি, পূর্বে : নব মহাজাতি রোড, পশ্চিমে : নারায়ণ গুপ্ত'র জমি এবং বাড়ি সমন্বিত।

তারিখ : ২৮.১২.২০২২ স্থান : বিরাটি অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বিস্তারিতর জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন : http://www.punjabandsindbank.co.in

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
কলকাতা জোনাল অফিস
রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৫, বি.টি.এম. সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন নং ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮

ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ১৩.০১.২০২৩

ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং অনুমোদিত অফিসার নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন। অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক উক্ত আইনের রুল ৮এর উপরুল ৫ এবং ৬ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখ, স্থান এবং সময়ে ই-নিলাম অনুষ্ঠান করবেন। সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাদের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া উদ্ধারের জন্য নিম্নোক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিয়ম এবং শর্তাদি মোতাবেক সারফেসি আইন অধীনে ই-নিলাম করা হবে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ, শাখার নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিনদত্ত ঋণ/ বকেয়া পরিমাণ (লাখ টাকা)	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না জমা (ইএমডি টাকায়)
বাঘাযতীন শাখা টেলিফোন ০৩৩-২৪২৫ ১৪৫৩/ ২৪২৫ ৫১৩৩ **অ্যাকাউন্ট নাম :** মেসার্স ম্যাপস লেদার **ঠিকানা :** প্লট নং ৯০৭/৯১০, জে এন বোস রোড, পাঁচগাড়া, শ্রীশতলা, সুভাষগ্রাম **স্বত্বাধিকারী :** শ্রীমতি মায়া ভট্টাচার্য **ঠিকানা :** ১৪ সেলিমপুর বাই লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৩১	মৌজা - পাঁচঘড়া, জেএল নং ৮, তৌজি নং ২৫০, আরএস খতিয়ান নং ৪৮৪ এবং ২৫৮, এলআর খতিয়ান নং ১৫৫৯ এবং ২০৭০, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পাঁচঘড়া মল্লিকপুর প্লট নং ৯০৭ এবং ৯১০ ঠিকানায় শ্রীমতি মায়া ভট্টাচার্যর নামে ৩ কাঠা ৬ ছটাক জমি এবং তদস্থিত ভবনের ২য় তলে ১৫০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (আনুমানিক) প্রতি তলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম পরিমাণ জামিনদত্ত।	**২০.৮৪ লাখ টাকা** ২৭.১২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং শুল্ক সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে	০১.০১.২০১৫ এবং ০৭.১২.২০২১ (স্বত্ব দখলীকৃত)	৪৯,৫০,০০০.০০ টাকা এবং ৪,৯৫,০০০.০০ টাকা

নিয়ম এবং শর্তাদি

- ক. নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল **"অনলাইন বৈদ্যুতিন ডাক"** প্রক্রিয়ায় ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।
- খ. **নিলামের তারিখ এবং সময় ১৩.০১.২০২৩ বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সকল সম্পত্তির জন্য, প্রতিটির ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে,** প্রাথমিকভাবে নিলাম প্রক্রিয়া ১২০ মিনিটের মেয়াদে অনুষ্ঠিত হবে এবং ১০ মিনিটের মধ্যে বৈধ ডাক গৃহীত হলে পরবর্তীতে আবার ১০ মিনিটের সম্প্রসারণের সুযোগ দেওয়া হবে। নিলাম প্রক্রিয়া ১০ মিনিটের মেয়াদের মধ্যে বৈধ ডাক না পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি চালু থাকবে। নিলাম সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্যের অধিক মূল্য থেকে পরিচালিত হবে উল্লিখিত মতে। ডাকদাতাগণ ১০,০০০ **(দশ হাজার টাকা)** গুণিতকে তাদের প্রস্তাব বৃদ্ধি করতে পারেন। **আগ্রহী ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট স্থানে সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন ১০.০১.২০২৩ এবং ১১.০১.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে।**
- গ. আগ্রহী ডাকদাতাগণকে পোর্টাল **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে তাদের নাম নথিভুক্ত **করতে হবে এবং তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতাগণকে নিলাম, নিলামের পদ্ধতি এবং অন্যান্য নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া উল্লিখিত লিঙ্ক অনুযায়ী নথিভুক্তির জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।** আগ্রহী ডাকদাতাগণ যেকোনও জিজ্ঞাসার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮, শ্রী দিব্যেন্দু রায় (+ ৯১ ৮২১০৪৮৩১৬৪) অথবা শ্রী সঞ্জিত দাস (+ ৯১ ৯৮৩০১৭৯৭৭৯)।
- ঘ. উল্লিখিত সম্পত্তিসমূহ/সম্পদসমূহ **"যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যা আছে ভিত্তিতে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** বিক্রি করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতাগণকে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিধিবদ্ধ বকেয়া, দায়বদ্ধতা, **নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তির স্বত্ব এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে নিজ নিজ উদ্যোগে তথ্য জানতে হবে, স্বত্ব দখলের সময়ে শুল্ক (সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত হওয়া) ডাক দাখিলের পূর্বে অবগত হওয়া জরুরি।** অনুমোদিত অফিসার/নির্ধারিত ঋণদাতা কোনওভাবেই **তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া এবং অন্যান্য বিলম্ব, শুল্ক এবং/বা আইনি জটিলতা স্বত্ব দখলের ক্ষেত্রে (সম্পত্তির প্রতীকী দখলীকৃত ক্ষেত্রে)** কোনও দায় গ্রহণ করবে না।
- ঙ. উল্লিখিত নির্দিষ্ট তথ্যাদি অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত তাদের জ্ঞাত অনুসারে। অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে কোনও ভুল তথ্য বা তথ্য ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও উত্তরদায়ী হবে না।
- চ. উক্ত সম্পত্তি উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের কমে বিক্রয় করা যাবে না। আগ্রহী ডাকদাতাগণকে উল্লিখিত ই-বিকরে পোর্টাল মেসার্স এমএসটিসি কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ালেটে বায়না জমা (ইএমডি) দাখিল করতে হবে। ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি দাখিলের প্রক্রিয়া উল্লিখিত লিঙ্কে দেখা যাবে।
- ছ. **আগ্রহী ডাকদাতাগণকে নিলামের তারিখের যথেষ্ট পূর্বে উল্লিখিত পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে হবে এবং ১২.০১.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪টের পূর্বে।**
- জ. **সর্বোচ্চ/সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্তির অব্যবহিতভাবে বিক্রয়মূল্যের ২৫ শতাংশ দাখিলকৃত ইএমডি সমন্বিতভাবে দাখিল করতে হবে অথবা অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ডাক সম্পাদন গৃহীত হওয়ার পরই এবং অন্যথায় ইএমডি বাজেয়াপ্ত হবে। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে সফল ডাকদাতা/ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির আইনত সংশ্লিষ্ট ডাক আইনত বৈধ হওয়া সাপেক্ষে।**
- ঝ. **অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ ডাক/বিক্রয়মূল্য পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে (ব্যাঙ্কের কাজের সময়ে) কাজের দিন দাখিল করতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট পরিমাণ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে অথবা অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক লিখিত আবেদনের মাধ্যমে অনুমতি সাপেক্ষে সম্প্রসারিত সময়ে দাখিল করতে হবে। সফল ডাকদাতা সংশ্লিষ্ট পরিমাণ দাখিলে ব্যর্থ হলে ইতিমধ্যে দাখিলকৃত সমুদয় অর্থরাশি অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল হবে পুনরায় বিক্রির জন্য।**
- ঞ. **সমুদয় বিক্রয়মূল্য গৃহীত হওয়ার পর অনুমোদিত অফিসার ডাকদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র ইস্যু করবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সম্পাদিত বলে ঘোষিত হবে এবং পরবর্তীতে ব্যাঙ্ক কর্তৃক কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।**
- ট. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা কোনও বা সকল ডাক গ্রহণে বাধ্য নয় এবং যেকোনও ডাক বাতিল বা গ্রহণ করার অধিকার রাখেন কোনও কারণ না দেখিয়েই এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়ার দিন পরিবর্তন, পদ্ধতি পরিবর্তন এবং বাতিল বলে ঘোষণা করার অধিকার রাখেন।
- ঠ. সফল ডাকদাতা/ক্রেতাকে হস্তান্তর দলিলের জন্য, কর, পরিষেবা কর/টিডিএস (আয়কর আইনের ১৯৪ ধারা অধীনে ৫০ লাখ এবং তার উর্ধ্বের সম্পত্তির জন্য) যদি কিছু থাকে বহন করতে হবে।
- ড. এই বিজ্ঞপ্তি ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে তিরিশ দিনের নোটিশ হিসেবে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের উদ্দেশ্যে অগ্রিমভাবে প্রকাশিত।
- ঢ. সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়া এবং নিয়ম ও শর্তাদির বিস্তারিত জানতে দেখুন **https://www.bankofindia.co.in**।

তারিখ : ২৮.১২.২০২২
স্থান : কলকাতা

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অনুমোদিত অফিসার